BCS প্রিলি. লেকচার শিট বাংলাদেশ বিষয়াবলি

লেকচার ০৪

Lecture Contents

- বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস-২ ও
- মুক্তিযুদ্ধ-১

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা (১৯৬৮)

প্রেক্ষাপট : ১৯৬৭ সালে ৬ দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি যখন ব্যাপকভাবে আইয়ুব খান বিরোধী আন্দোলনে রূপ নেয়, তখনই আইয়ুব খান ষড়যন্ত্র শুরু করে। তারা অভিযোগ করে যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার সহযোগীরা ভারতের আগরতলায় ভারতের সহযোগিতায় পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানোর পরিকল্পনা করছে। ১৯৬৮ সালের ৩ জানুয়ারি এ মামলা দায়ের করা হয়। এরই অভিযোগে ১৯৬৮ সালের ৬ জানুয়ারি ২ জন সিএসপি অফিসারসহ ২৮ জনকে গ্রেফতার করে। পরবর্তীতে ১৮ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুসহ ৩৫ জনের নামে মামলা করে। এটি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে পরিচিত।

নামকরণ: তৎকালীন পাকিস্তান সরকার মামলাটির নামকরণ করেছিল 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য'।

■ বিচার প্রক্রিয়া :

১. ১২ এপ্রিল, ১৯৬৮ সালে আগরতলা মামলার জন্য ফৌজদারি দণ্ডবিধি সংশোধন করে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়।

২. ১৯ জুন, ১৯৬৮ সালে ৩৫ জনকে আসামী করে ১২১(ক) ধারা ও ১৩১ ধারায় মামলার শুনানি কার্যক্রম শুরু হয়।
এই বিশেষ ট্রাইবুনালের সদস্য ছিল তিন জন–
- প্রধান বিচারপতি– একে এ. রহমান (পাঞ্জাব)
- সদস্য– মুকসুলুম হাকিম (খুলনা)
- সদস্য– মজিবর রহমান খান (সিলেট)
- তদন্তকারী কর্মকর্তা ছিলেন ক্যাপ্টেন মোস্তাফিজুর রহমান।
- রাষ্ট্রপক্ষের কৌসুলি ছিলেন মঞ্জুর কাদের।
- বঙ্গবন্ধুর কৌসুলি ছিলেন আব্দুস সালাম।

৩. ২৬ জুলাই, ১৯৬৮ ব্রিটেনের রানি কর্তৃক প্রেরিত আইনজীবী টমাস উইলিয়াম বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করেন।

৪. ৫ আগস্ট, ১৯৬৮ সালে টমাস উইলিয়াম আগরতলা ট্রাইব্যুনাল এর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট করে।

৫. ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ ছিল মামলার শুনানীর শেষ দিন।

ফলাফল: আগরতলা মামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠে পূর্ব বাংলার সমস্ত জনগণ। প্রবল গণআন্দোলন তথা ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের মুখে আইয়ুব খানের সরকার এই মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। অবশেষে ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ সালে আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে। সাথে সাথে বঙ্গবন্ধুসহ সকল রাজবন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তি দেয়।

(i) আগরতলার মামলার আসামীগণ

১. শেখ মুজিবুর রহমান (ফরিদপুর)
২. লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন (বরিশাল)
৩. স্টুয়ার্ট মুজিবুর রহমান (ফরিদপুর)
৪. প্রাক্তন এল.এস সুলতান উদ্দিন আহমদ (কাপাসিয়া, ঢাকা)
৫. এল.এস নুর মোহাম্মদ (ঢাকা)
৬. আহমদ ফজলুর রহমান সি এস পি (ঢাকা)
৭. ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লাহ (নোয়াখালী)
৮. প্রাক্তন কর্পোরাল এ.বি সামাদ (বরিশাল)
৯. প্রাক্তন হাবিলদার দলিল উদ্দিন (বরিশাল)
১০. রুহুল কুদ্দুস সি এস পি. (খুলনা)
১১. ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক (বরিশাল)
১২. ভূপতি ভূষণ চৌধুরী ওরফে মানিক চৌধুরী (চট্টগ্রাম)
১৩. বিধান কৃষ্ণ সেন (চট্টগ্রাম)
১৪. সুবেদার আব্দুর রাজ্জাক (কুমিল্লা)
১৫. মুজিবুর রহমান, ইপিআর (কুমিল্লা)
১৬. সাবেক ফ্লাইট সার্জেন্ট আব্দুল রাজ্জাক (কুমিল্লা)
১৭. সার্জেন্ট জহুরুল হক (নোয়াখালী)
১৮. মোহাম্মদ খুরশিদ (ফরিদপুর)
১৯. কে এম. শামসুর রহমান সি এস পি. (ঢাকা)
২০. রিসালদার এ কে এম. শামসুল হক (ঢাকা)
২১. হাবিলদার আজিজুল হক (বরিশাল)
২২. এস সি মাহফুজুল বারী (নোয়াখালী)
২৩. সার্জেন্ট শামসুল হক (নোয়াখালী)
২৪. মেজর শামসুল আলম (ঢাকা)
২৫. ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ আব্দুল মোতালিব (ময়মনসিংহ)
২৬. ক্যাপ্টেন শওকত আলী মিয়া (ফরিদপুর)
২৭. ক্যাপ্টেন খন্দকার নাজমুল হুদা (বরিশাল)
২৮. ক্যাপ্টেন এ.এন. নুরুজ্জামান (ঢাকা)
২৯. সার্জেন্ট আব্দুল জলিল (ঢাকা)
৩০. মোহাম্মদ মাহবুবুদ্দিন চৌধুরী (সিলেট)
৩১. ফার্স্ট লেফটেন্যান্ট এম.এস এস রহমান (যশোর)
৩২. প্রাক্তন সুবেদার তাজুল ইসলাম (বরিশাল)
৩৩. মোহাম্মদ আলী রেজা (কুষ্টিয়া)
৩৪. ক্যাপ্টেন খুরশিদ উদ্দিন আহমেদ (ময়মনসিংহ)
৩৫. লেফটেন্যান্ট আব্দুর রউফ (ময়মনসিংহ)

(ii) আগরতলা মামলার জীবিত আসামীগণ

আগরতলা মামলার জীবিত আসামী ৪ জন :

১. ক্যাপ্টেন নূর মোহাম্মদ বাবুল– ৫নং আসামী
২. কর্ণেল (অব.) শামসুল আলম (ঢাকা)– ২৪নং আসামী
৩. সার্জেন্ট (অব.) আব্দুল জলিল (ঢাকা)– ২৯নং আসামী
৪. এবিএম খুরশিদ (ফরিদপুর)– ১৮নং আসামী

কর্ণেল (অব.) শওকত আলী

সাবেক ডেপুটি স্পিকার ও বীর মুক্তিযোদ্ধা শওকত আলী

জন্ম: শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন ১৯৩৭ সালের ২৭ জানুয়ারি

মৃত্যু: ১৬ নভেম্বর, ২০২০

আগরতলা মামলা : তিনি আগরতলা মামলার ২৬নং আসামী ছিলেন।

তাঁর লিখিত গ্রন্থ: সত্য মামলা আগরতলা, আর্মড কোয়েস্ট ফর ইনডিপেনডেন্ট (ইংরেজিতে) কারা জীবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কারাগারের ডায়েরী বাংলাদেশের মুক্তির সংগ্রাম ও আমার কিছু কথা (২০১২) ও গণপরিষদ থেকে নবম সংসদ (২০১৬)।

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান

১৯৬৬ সালের ৬-দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি, ১৯৬৮ সালের আগরতলা মামলার আসামীদের মুক্তি ও আইয়ুব-মোনায়েম সরকারের শোষণনীতি ও অত্যাচার এর বিরুদ্ধে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ছিল সবচেয়ে বড় প্রতিবাদ।

(i) গণঅভ্যুত্থানের ঘটনাপঞ্জি

১. ৪ জানুয়ারি– সর্বদলীয় ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদ তাদের ঐতিহাসিক ১১ দফা কর্মসূচি পেশ করে।
২. ৭ ও ৮ জানুয়ারি– গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে রাজনৈতিক ঐক্য ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি বা ড্যাক (DAC) গঠিত হয়।
৩. ২০ জানুয়ারি– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের এম.এ ক্লাসের ছাত্র আসাদুজ্জামান পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। এই জন্য ২০ জানুয়ারি হচ্ছে আসাদ দিবস।
৪. ২৪ জানুয়ারি– নবকুমার ইনস্টিটিউটের নবম শ্রেণির ছাত্র মতিউরসহ গণঅভ্যুত্থানে সারা দেশে আরও অনেকে নিহত হয়। এই জন্য ২৪ জানুয়ারি গণঅভ্যুত্থান দিবস।
৫. ১৫ ফেব্রুয়ারি– আগরতলা মামলার ১৭নং আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হককে কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টে হত্যা করে।
৬. ১৮ ফেব্রুয়ারি– রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ও প্রক্টর শামসুজ্জোহা পুলিশের গুলিতে নিহত হন। তিনিই ছিলেন বাংলাদেশের প্রথম শহিদ বুদ্ধিজীবী। তার স্মরণে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে ভাস্কর্য 'স্ফুলিঙ্গ' ও একটি আবাসিক হল রয়েছে।
৭. ২২ ফেব্রুয়ারি– আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করা হয় ও বঙ্গবন্ধুসহ অন্যান্য বন্দীদের মুক্তি দেয়।
৮. ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ছাত্র নেতা তোফায়েল আহমেদ জনতার সমর্থনে শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি প্রদান করেন।
৯. ২৬ ফেব্রুয়ারি– বিরোধী নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনার জন্য আইয়ুব খান গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করেন।
১০. ২৫ মার্চ– ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান পদত্যাগ করেন। ক্ষমতা হস্তান্তর করেন সেনাবাহিনীর প্রধান আগা মুহম্মদ ইয়াহিয়া খান এর নিকট।

(ii) গণঅভ্যুত্থানের সংগঠন

ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ Student Action Committee (SAC) পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়নের দুটি গ্রুপ, জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের একাংশ মিলে ১৯৬৯ সালের ৪ জানুয়ারি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ (SAC) গঠন করে। জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে এ সংগ্রাম পরিষদ ১১ দফা কর্মসূচি ও সাথে আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে।

গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ (Democratic Action Committee): ১৯৬৯ সালের ৮ জানুয়ারি ৮ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ (DAC) গঠন করে।

(ii) ১১ দফা কর্মসূচি

১. হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন ও বিশ্ববিদ্যালয় আইন বাতিল করা ও ছাত্রদের মাসিক ফি কমিয়ে আনা।
২. প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।
৩. ছয়-দফাভিত্তিক পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা।
৪. পশ্চিম পাকিস্তানের সকল প্রদেশগুলোতে স্বায়ত্তশাসন দিয়ে ফেডারেশন সরকার গঠন করা।
৫. ব্যাংক, বীমা, পাটকলসহ সকল বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ করা।
৬. কৃষকদের উপর থেকে কর ও খাজনা হ্রাস এবং পাটের (সর্বনিম্নমূল্য) ৪০ টাকা ধার্য করা।
৭. শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা ও আন্দোলনের অধিকার দান।
৮. বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জল সম্পদের সার্বিক ব্যবহারের ব্যবস্থা গ্রহণ।
৯. জরুরি আইন, নিরাপত্তা ও অন্যান্য নির্যাতনমূলক আইন প্রত্যাহার করা।
১০. সিয়াটো, সেন্টোসহ সকল পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল এবং জোট বহির্ভূত নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ।
১১. আগরতলা মামলার অভিযুক্ত ব্যক্তিসহ দেশের সকল কারাগারে আটক ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক ও রাজনৈতিক কর্মীদের মুক্তি ও গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রত্যাহার করে নেওয়া।

(iv) গণঅভ্যুত্থানের সময়ের কিছু স্লোগান :

১. জেলের তালা ভাঙবো
শেখ মুজিবকে আনবো।
২. তোমার আমার ঠিকানা
পদ্মা মেঘনা যমুনা।
৩. চলো চলো ক্যান্টনমেন্ট চলো.....
৪. পিন্ডি না ঢাকা
ঢাকা ঢাকা।
৫. জাগো জাগো
বাঙালি জাগো।

১৯৭০ এর নির্বাচন

১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উপর পশ্চিম পাকিস্তানের দীর্ঘ ২৩ বছরের শোষণের বিরুদ্ধে সচিত্র প্রতিবাদ ফুটে উঠে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ জয় ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম আক্রমণ। এই নির্বাচন ছিল ছয়-দফার পক্ষে গণ রায়।

Legal Framework Order (LFO) : ১৯৭০ সালের নির্বাচন হয় Legal Framework Order অনুসারে। ৩০ শে মার্চ ইয়াহিয়া খান (LFO) জারি করেন। এতে মোট ৪৮টি অনুচ্ছেদ ছিল।

■ LFO এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য :

- সার্বজনীন ভোটাধিকারের ব্যবস্থা
- ১২০ দিনের মধ্যে সংবিধান প্রণয়ন করতে হবে
- পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র হবে ইসলামী শাসনতন্ত্র

⇒ LFO অনুযায়ী আইনসভা ছিল দুই কক্ষবিশিষ্ট

■ জাতীয় পরিষদ :

- মোট আসন ৩১৩ [নির্বাচিত ৩০০ + সংরক্ষিত ১৩]
- পূর্ব পাকিস্তানের : ১৬২ + ৭ = ১৬৯
- পশ্চিম পাকিস্তানের : ১৩৮ + ৬ = ১৪৪

■ প্রাদেশিক পরিষদ :

- পূর্ব পাকিস্তান (৩০০ + ১০) = ৩১০
- পশ্চিম পাকিস্তান (৩০০ + ১০) = ৩১০

■ নির্বাচনের সময় :

১. জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের তারিখ ছিল ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর কিন্তু ১২ নভেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলে প্রলয়ংকারী জলোচ্ছ্বাস (গোর্কি) এর কারণে ৯টি আসনে নির্বাচন হয় ১৭ জানুয়ারি, ১৯৭১ সালে।

২. অন্যদিকে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৭ ডিসেম্বর।

নির্বাচনের ফলাফল : মোট ২৪টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। মোট প্রার্থী ছিল ৭৮১ জন।

১. জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসনে জয়লাভ করে। অন্য দুটি আসন পায় PDP প্রার্থী নুরুল আমিন (ময়মনসিংহ) এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী রাজা ত্রিদিব রায় পার্বত্য চট্টগ্রামের ১টি আসন পায়। পশ্চিম পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ কোন আসন পায়নি। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বে Pakistan People`s Party (PPP) ১৪৪টি আসনের মধ্যে ৮৮টি আসন পায়।

২. প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ ৩১০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৯৮ (২৮৮ + ১০)টি আসনে জয়লাভ করেছিল।

নির্বাচনের প্রতিক্রিয়া : ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশভাবে জয় লাভ করেও পশ্চিম পাকিস্তানিদের ষড়যন্ত্র ও ইয়াহিয়া-ভুট্টোর টাল বাহানায় সরকার গঠনে ব্যর্থ হয়।

অসহযোগ আন্দোলন

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু সরকার গঠনের পরিবর্তে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ১ মার্চ জাতীয় পরিষদ অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করেন। প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু ঐ দিনই (১মার্চ) দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে ১৯৭১ সালের ২ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে 'অসহযোগ আন্দোলন' পরিচালিত হয়।

অসহযোগ আন্দোলনের শুরুতেই একাত্তরের ২ মার্চ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ছাত্রলীগ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে নূরে আলম সিদ্দিকী ও শাজাহান সিরাজ এবং ডাকসুর সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে আ. স ম আব্দুর রব ও আব্দুল কুদ্দুস মাখন এ চার নেতা মিলে এক বৈঠকে 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে। ঐ দিনই (২ মার্চ '৭১) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের বটতলায় এক ছাত্রসভায় আ. স ম আবদুর রব বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা প্রথম উত্তোলন করেন। জাতীয় পতাকা ছিল সবুজ আয়তক্ষেত্রের মধ্যে লাল বৃত্ত এবং লাল বৃত্তের মধ্যে বাংলাদেশের মানচিত্র। মানচিত্র খচিত এই পতাকার ডিজাইনার ছিলেন শিব নারায়ণ দাশ। এজন্য ২ মার্চ 'জাতীয় পতাকা দিবস' হিসেবে পালন করা হয়।

পতাকার উভয় পার্শ্বে মানচিত্রটি সঠিকভাবে ফুটিয়ে তোলার অসুবিধার কারণে ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা হতে মানচিত্রটি সরিয়ে ফেলা হয়। বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার বর্তমান রূপটি ১৯৭২ সালের ১৭ জানুয়ারি সরকারিভাবে গৃহীত হয়। বর্তমান জাতীয় পতাকার ডিজাইনার কামরুল হাসান।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পতাকার বিবরণ সবুজ আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের অনুপাত ১০ : ৬। বৃত্তটির ব্যাসার্ধ পতাকার দৈর্ঘ্যের ৫ ভাগের এক ভাগ। লাল বৃত্তটি পতাকার খানিকটা বাম পাশে।

এক কথায় উত্তর

১. **আসাদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিভাগের ছাত্র ছিলেন?**
উত্তর: ইতিহাস বিভাগের।

২. **শহীদ আসাদের বাড়ি কোথায়?**
উত্তর: নরসিংদী জেলার হাতিরদিয়ায়।

৩. **শহীদ আসাদ দিবস কবে?**
উত্তর: ২০ জানুয়ারি।

৪. **আসাদ শহীদ হন কবে?**
উত্তর: ২০ জানুয়ারি ১৯৬৯।

৫. **ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে প্রথম শহীদ বুদ্ধিজীবী কে?**
উত্তর: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহা।

৬. **শহীদ শামসুজ্জোহা কোন বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন?**
উত্তর: রসায়ন বিভাগ (রাবি)।

৭. **'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গণঅভ্যুত্থানে কয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে?**
উত্তর: এগার দফা।

৮. **১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের পটভূমিতে রচিত উপন্যাস- চিলেকোঠার সেপাই এর রচয়িতা?**
উত্তর: আখতারুজ্জামান ইলিয়াস।

৯. **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব বাংলার নতুন নামকরণ বাংলাদেশ' করেন কবে?**
উত্তর: ৫ ডিসেম্বর ১৯৬৯ সালে।

১০. **'আসাদ গেট' কোন স্মৃতি রক্ষার্থে নির্মিত?**
উত্তর: ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান।

১১. **এগার দফা ঘোষণা হয় কবে?**
উত্তর: ১৯৬৯ সালে।

১২. ১৯৬৯ সালের ২৪ জানুয়ারি পুলিশের গুলিতে নিহত হন কে?
উত্তর: মতিউর রহমান।

১৩. ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনের সময় পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃত্ব দেন কে?
উত্তর: জুলফিকার আলী ভুট্টো।

১৪. গণঅভ্যুত্থান দিবস কবে?
উত্তর: ২৪ জানুয়ারি।

১৫. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি কতজন?
উত্তর: ৩৫ জন।

১৬. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান বিচারপতি ছিলেন কে?
উত্তর: এম. এ. রহমান (পাঞ্জাব)।

১৭. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বঙ্গবন্ধুর পক্ষের আইনজীবী কে ছিলেন?
উত্তর: টমাস উইলিয়াম।

১৮. গণঅভ্যুত্থানের সময় ১১ দফায় পাটের সর্বনিম্ন মূল্য কত টাকা ধার্য করার কথা বলা হয়েছিলো?
উত্তর: ৪০ টাকা।

১৯. গণঅভ্যুত্থানের সময় Democratice Action Committee (DAC) কত দফা দাবি পেশ করে?
উত্তর: ৮ দফা।

২০. ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছিল কত তারিখে?
উত্তর: ২মার্চ।

২১. ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন শেষ হয়েছিল কবে?
উত্তর: ২৫ মার্চ।

২২. অসহযোগ আন্দোলনের শুরুতেই ২ মার্চ থেকে কোন সংগঠনটি গঠন করা হয়েছিল?
উত্তর: স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ।

২৩. ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করেন কবে?
উত্তর: ১ মার্চ, ১৯৭১।

২৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে প্রথমবারের মত স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয় কত তারিখে?
উত্তর: ২ মার্চ।

২৫. ৩ মার্চ বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে স্বাধীনতার ইশতেহার ঘোষণা করে কে?
উত্তর: ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ। ।

২৬. আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি সঙ্গীতটি পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে নির্বাচিত হয় কবে?
উত্তর: ৩ মার্চ, ১৯৭১।

২৭. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির জনক ঘোষণা করা হয় কবে?
উত্তর: ৩ মার্চ।

২৮. ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট গাজীপুরে মুক্তিযুদ্ধের প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে কবে?
উত্তর: ১৯ মার্চ, ১৯৭১।

Teacher's Work

১. ২৬ শে মার্চ কে জাতীয় দিবস ঘোষণা করা হয় কবে?
ক ১৯৮০ খ ১৯৮৪ গ ১৯৮৬ ঘ ১৯৮৭ **ক**

২. 'সত্য মামলা আগরতলা' বইটির লেখক–
ক শওকত ওসমান খ শওকত আলী গ শামসুল আলম ঘ সার্জেন্ট জহুরুল **খ**

৩. গণ-অভ্যুত্থান দিবস কবে?
ক ২০ জানুয়ারি খ ২২ ফেব্রুয়ারি গ ২৩ ফেব্রুয়ারি ঘ ২৪ জানুয়ারি **ঘ**

স্বাধীনতার ইশতেহার ঘোষণা

১৯৭১ সালের ৩ মার্চ রমনা রেসকোর্স ময়দানে 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' কর্তৃক 'স্বাধীনতার ইশতেহার' পাঠ করা হয়। এই ইশতেহারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে 'জাতির জনক' এবং 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' গানটিকে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

৭ মার্চের ভাষণ

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু ১৯ মিনিটের এক ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন। ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর ইউনেস্কো ভাষণটিকে বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এ ভাষণে তিনি ৪টি দাবির কথা উল্লেখ করেন এবং প্রচ্ছন্ন ভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন। দাবি চারটি হল:

১. সামরিক শাসন প্রত্যাহার
২. গণপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর
৩. সেনাবাহিনীর গণহত্যার তদন্ত
৪. সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া।

এ ভাষণ রেডিও টিভিতে সম্প্রচার হওয়ার কথা থাকলেও তা হয়নি। এ ভাষণ স্বাধীনতা আন্দোলন বেগবান করতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। ৭ মার্চের ভাষণ ছিল মূলত স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা মুক্তি সংগ্রামের ঘোষণা। এ ভাষণে তিনি ঘোষণা করেন- "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

■ ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি :

১. **বিখ্যাত বইয়ে ৭ মার্চের ভাষণ :** বিশ্ব বিখ্যাত লেখক ইতিহাসবিদ জ্যাকব এফ ফিল্ডের বিশ্বসেরা ভাষণ নিয়ে লেখা বিখ্যাত বই "We shall Fight on the Beaches : The speeches that Inspired the history" বইয়ে ৪১টি ভাষণের মধ্যে ২৫২ পৃষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ স্থান পেয়েছে।

২. **বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য দলিল হিসেবে স্বীকৃতি :** ২৪-২৭ অক্টোবর ২০১৭ সালে ফ্রান্সের প্যারিসে ইউনেস্কোর সদর দপ্তরে সংস্থাটির আন্তর্জাতিক পরামর্শক কমিটি ১৩০টি ঐতিহাসিক দলিল, নথিপত্র ও বক্তৃতা যাচাই-বাছাই করে UNESCO এর মহাপরিচালক 'ইরিনা বোকোভা' ৩০ অক্টোবর, ২০১৭; ৭৮টি বিষয়কে 'Memory of the World Register' এ অন্তর্ভুক্তের সুপারিশ করে। এরই মধ্যে ৭ মার্চের ভাষণ অন্যতম "বিশ্ব 'প্রামাণ্য দলিল' হিসেবে স্বীকৃতি পায় এবং 'Memory of the World Register' এ অন্তর্ভুক্ত হয়। এই স্বীকৃতি পেতে UNESCO-কে প্রয়োজনীয় দলিল ও তথ্য সরবরাহ করেন ফ্রান্সের প্যারিসে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি মোঃ শহিদুল ইসলাম ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক।

২৫ মার্চের গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধের সূচনা

১৯ মার্চ, ১৯৭১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট গাজীপুরে মুক্তিযুদ্ধের প্রথম সশস্ত্র গতিরোধ গড়ে তোলে । পাকিস্তানি সেনারা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যে গণহত্যামূলক অভিযান চালিয়েছিল তার নাম দিয়েছিল 'অপারেশন সার্চ লাইট।

স্বাধীনতার ঘোষণা

২৫ মার্চ ১৯৭১ রোজ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১.৩০ মিনিটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ধানমন্ডির ৩২ নং বাসা হতে গ্রেফতার করা হয়। ওইদিন দিনের বেলা যে কোন জরুরি ঘোষণা প্রচারের উপলক্ষ্যে তিনি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন প্রকৌশলী নিয়ে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাসভবনে একটি ট্রান্সমিটার স্থাপন করেন বলে আওয়ামী লীগ সূত্রে উল্লেখ আছে। বন্দি হবার পূর্বে মধ্যরাতে অর্থাৎ ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং এ ঘোষণা ওয়্যারলেস যোগে চট্টগ্রামে প্রেরণ করেন। পরের দিন বিবিসি'র প্রভাতী অধিবেশনে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাটি প্রচারিত হয়। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘোষণা হিসাবে ধরে নিয়ে ১৯৮০ সালে ২৬ মার্চকে স্বাধীনতা দিবস বা জাতীয় দিবস হিসাবে ঘোষণা করা হয়। ২৬ মার্চ, ১৯৭১ দুপুরে তৎকালীন চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হান্নান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে চট্টগ্রামের আগ্রাবাদ বেতার কেন্দ্র হতে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি প্রচার করেন। ২৭ মার্চ, ১৯৭১ কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র হতে মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পুনঃপাঠ করেন।

মার্চ মাসের ঘটনাবলি

১ মার্চ : ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বাতিল করে। এটাকে গভীর ষড়যন্ত্র হিসেবে উল্লেখ করে আন্দোলন ও সংগ্রামের প্রস্তুতি নিতে জনগণকে আহ্বান জানান জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং ৩ মার্চ, ১৯৭১ সারা দেশে হরতাল আহ্বান করেন।

২ মার্চ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক বটতলায় বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং বঙ্গবন্ধু অধিবেশন বাতিলের সিদ্ধান্তে ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে গণজমায়েতের আহ্বান জানান।

৩ মার্চ : সারাদেশে হরতাল পালিত হয় এবং পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগের জনসভায় 'জাতীয় সংগীত' হিসেবে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা' গানটি নির্বাচন করা হয়।

- আ. স. ম আব্দুর রব বঙ্গবন্ধুকে জাতির জনক উপাধিতে ভূষিত করেন।
- ছাত্রলীগের তৎকালীন জি.এস শাহজাহান সিরাজ স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করেন।

৪ মার্চ : সেনাবাহিনীর সাথে জনসাধারণের সংঘর্ষে শতাধিক লোক আহত হয় এবং সারা পূর্ব বাংলায় কারফিউ জারি করে।

৫ মার্চ : ইয়াহিয়ার সঙ্গে ভুট্টোর আলোচনা চলে। অন্যদিকে ঢাকা ও টঙ্গীতে পুলিশের গুলিতে শতাধিক মানুষ নিহত হয়।

৬ মার্চ : প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান লে. জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ঘোষণা করেন এবং ইয়াহিয়া খান বেতার ভাষণে ২৫ শে মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে আহ্বান করেন।

৭ মার্চ : রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লক্ষ মানুষের সামনে ১৯ মিনিটের এক অলিখিত ঐতিহাসিক ভাষণ দেন এবং ঘোষণা করেন "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তি সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

৯ মার্চ : পল্টন ময়দানের জনসভায় বঙ্গবন্ধু পরিষ্কার ঘোষণা দিয়ে বলেছিলেন যে পশ্চিম পাকিস্তান যেন আলাদা সংবিধান তৈরি করে, কারণ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ এখন স্বাধীন দেশের জন্ম দিয়ে নিজেরাই শাসনতন্ত্র তৈরি করবে।

এবং পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা স্বীকার করে নেওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে ১৪ দফা আন্দোলনের ডাক দেন।

১৫ মার্চ : ইয়াহিয়া খান আলোচনার জন্য ঢাকায় আসেন এবং আলোচনার ভান করতে থাকে এবং এর মাঝে প্রত্যেক দিন বিমানে করে ঢাকায় সৈন্য আনা হতে থাকে।

১৬ মার্চ : ইয়াহিয়ার সাথে বঙ্গবন্ধুর রুদ্ধদ্বার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

১৭ মার্চ : মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক দ্বিতীয় দফায় চলে। বঙ্গবন্ধু তার ৫০তম জন্মবার্ষিকী বাঙালির উপর পশ্চিম পাকিস্তানের জুলুমের প্রতিবাদে পালন করেনি। অন্যদিকে অস্ত্র বোঝাই সোয়াত জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে পৌছালে শ্রমিকরা তা নামাতে অস্বীকার করে।

লে. জেনারেল টিক্কা খান, মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন ও মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী "অপারেশন সার্চলাইট" এর পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে।

১৯ মার্চ : পূর্ব পাকিস্তান ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈন্যদের নিরস্ত্রীকরণ শুরু হয়।

- গাজীপুরের জয়দেবপুরে মুক্তিযুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ হয়।

২০ মার্চ : ইয়াহিয়া খান ভুট্টোকে ঢাকায় আসার আহ্বান জানান।

২১ মার্চ : জুলফিকার আলী ভুট্টো ১১ সদস্যবিশিষ্ট দল নিয়ে ঢাকায় পৌঁছেন এবং ষড়যন্ত্রে যোগ দেন।

২২ মার্চ : প্রেসিডেন্ট ভবনে ইয়াহিয়া খান, বঙ্গবন্ধু, ভুট্টোর সাথে আলোচনা হয়। ধারাবাহিক বৈঠকে কাঙ্ক্ষিত ফল না হওয়ায় ইয়াহিয়া খান আবারও ২৫ মার্চের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করেন।

২৩ মার্চ : আওয়ামী লীগ ২৩ শে মার্চ পাকিস্তান দিবসের পরিবর্তে 'প্রতিরোধ দিবস' হিসেবে পালন করে। শুধু সেনাবাহিনীর ক্যান্টনমেন্ট ও গভর্নমেন্ট হাউস ছাড়া সারা দেশে পতাকা উত্তোলন করা হয়।

- সেদিন ধানমন্ডির ৩২ নং বাড়িতে আমার সোনার বাংলা গানের সাথে সাথে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়।

২৫ মার্চ : ২৫ শে মার্চ রোজ বৃহস্পতিবার রাত ১১.৩০ মিনিটে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অপারেশন সার্চলাইট শুরু করে রাজনৈতিক কর্মী, ছাত্র এবং সেনাবাহিনী, পুলিশ ও সশস্ত্র বাহিনীর বাঙালি সদস্যদের হামলার মধ্য দিয়ে। ইতিহাসের এই জঘন্যতম রাতে নিরস্ত্র বাঙালির রক্তের উপর দাঁড়িয়ে পাকবাহিনী মৃত্যুর মিছিলকে শত থেকে হাজার আর হাজার থেকে লাখে রূপান্তর করার পৈশাচিক আনন্দে মেতে উঠে।

২৬ মার্চ : বঙ্গবন্ধু ২৫ শে মার্চ দিবাগত রাত ১২.২০ মিনিট অর্থাৎ ২৬ মার্চ টিএন্ডটি ও ইপিআর (বর্তমান বিজিবি) এর ওয়্যারলেস এর মাধ্যমে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। পাকিস্তানি আর্মির কর্ণেল জহির আলম খান ও মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুকে রাত ১.৩০ মিনিটে গ্রেফতার করা হয়। এই অপারেশন এর নাম দেয় অপারেশন 'বিগ বার্ড'।

- ওয়ারলেসের মাধ্যমে পাঠানো ঘোষণাটি ২৬ শে মার্চ দুপুরে চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল হান্নান চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র হতে প্রচার করেন।

■ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র :

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে দেশের সকল রেডিও স্টেশন পাকিস্তানি সৈন্যরা নিয়ন্ত্রণে নেয়। ২৬ শে মার্চ দুপুর চট্টগ্রামের আগ্রাবাদ বেতার কেন্দ্র হতে এম.এ হান্নান স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন। এ সময় বেতার কেন্দ্রের কয়েকজন বেতার কর্মী ও আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ স্বাধীনতার পক্ষে জনগণকে সচেতন করার প্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রকে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নেন এবং নতুন নাম দেন "স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র।"

১. ২৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর পক্ষে জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দেন 'কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র' হতে।
২. ২৮ মার্চ মেজর জিয়াউর রহমানের অনুরোধে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র হতে বিপ্লবী কথাটা বাদ দিয়ে নামকরণ করা হয় 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র'।
৩. ৩০ শে মার্চ প্রায় ২টা ১০ মিনিটে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বোমা বর্ষণের ফলে বেতার কেন্দ্রটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
৪. মুজিবনগর সরকার বেতার কর্মীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে একটি শক্তিশালী ৫০ কিলোওয়াটের ট্রান্সমিটার প্রদান করে।
৫. ২৫ মে, ১৯৭১ কলকাতার বালিগঞ্জে ৫৭/৮ নং সার্কুলার রোডে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রটি পুনরায় স্থাপন করে সম্প্রচার শুরু করা হয়।
৬. ৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ নাম রাখা হয় 'বাংলাদেশ বেতার'।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কলা-কৌশলীগণ

■ গীতিকার

সিকান্দার আবু জাফর	টিএইচ শিকদার
আব্দুল গাফফার চৌধুরী	আল মাহমুদ
নির্মলেন্দু গুণ	আসাদ চৌধুরী

■ শিল্পী

সমর দাস	লাকী আখন্দ
আব্দুল জব্বার	ফকির আলমগীর
আপেল মাহমুদ	রফিকুল ইসলাম
রথীন্দ্রনাথ রায়	মিতালী মুখার্জী
অরুণ গোস্বামী	কল্যাণী ঘোষ
মান্না হক	তিমির নন্দী

■ নিয়মিত সম্প্রচারসমূহ

পবিত্র কুরআনের বাণী	সংবাদ বুলেটিন
চরমপত্র	বজ্রকণ্ঠ
মুক্তিযুদ্ধের গান	নাটক
যুদ্ধক্ষেত্রের খবরাখবর	সাহিত্য আসর
রণাঙ্গনের সাফল্য কাহিনী	

জনপ্রিয় কিছু অনুষ্ঠান ও তার কলা-কুশলীবৃন্দ

অনুষ্ঠানের নাম	বিষয়বস্তু	কথক ও পরিকল্পনাকারী
চরমপত্র	রম্য কথিকা – (ঢাকাইয়া ভাষায়)	পরিকল্পনা : আব্দুল মান্নান কথক : এম.আর আখতার মুকুল
ইসলামের দৃষ্টিতে	ধর্মীয় কথিকা	কথক : সৈয়দ আলী আহসান
জল্লাদের দরবার	জীবন্তিকা (নাটিকা) ইয়াহিয়া খানকে কেল্লাফতে খান হিসেবে ফুটিয়ে তোলা হতো	লেখক : কল্যাণচিত্র কণ্ঠ : রাজু আহমেদ ও নারায়ণ ঘোষ
বজ্রকণ্ঠ	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণের অংশ বিশেষ	
দৃষ্টিপাত	কথিকা	কথক : ড. মাজহারুল ইসলাম
বিশ্ব জনমত	সংবাদভিত্তিক কথিকা	কথক : সাদেকিন
প্রতিনিধি কণ্ঠ	অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিদের ভাষণ	
পিন্ডির প্রলাপ	রম্য কথিকা	কথক : আবু তোয়াব খান
দর্পণ	কথিকা	কথক : আশরাফুল আলম

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের জনপ্রিয় কিছু গান

গানের প্রথম কলি	গীতিকার	সুরকার	শিল্পী
মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে	গোবিন্দ হালদার	আপেল মাহমুদ	আপেল মাহমুদ
শোন একটি মুজিবরের থেকে	গৌরী প্রসন্ন মজুমদার	অংশুমান রায়	অংশুমান রায়
এক সাগর রক্তের বিনিময়ে	গোবিন্দ হালদার	গোবিন্দ হালদার	স্বপ্না রায়
জয় বাংলা, বাংলার জয়	গাজী মাজহারুল আনোয়ার	আনোয়ার পারভেজ	শাহানাজ বেগম (রহমতুল্লা)
কারার ঐ লৌহ কপাট	কাজী নজরুল ইসলাম	কাজী নজরুল ইসলাম	কোরাস
সোনা সোনা লোকে বলে সোনা	আব্দুল লতিফ	আব্দুল লতিফ	শাহানাজ বেগম
আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	কোরাস
তীর হারা এই ঢেউয়ের সাগর	আপেল মাহমুদ	আপেল মাহমুদ	কোরাস
পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে	গোবিন্দ হালদার	সমর দাস	কোরাস
সালাম সালাম হাজার সালাম	ফজলে খোদা	আবদুল জব্বার	মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার
নোঙর তোল তোল	নঈম গহর	সমর দাস	কোরাস
জনতার সংগ্রাম চলবেই	সিকান্দার আবু জাফর	শেখ লুৎফর রহমান	কোরাস

(vi) মুজিবনগর সরকার (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকার)

মুজিবনগর সরকার ১৯৭০ সালের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত হয়েছিল এবং এই সরকার ছিল বৈধ। পাকিস্তান সরকার স্বাধীনতার শুরু থেকে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বলে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রতিষ্ঠিত করার অপচেষ্টা চালায়। বৈধ সরকার হিসেবে মুজিবনগর সরকার তাই আমাদের স্বাধীনতার দাবিকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তুলে ধরা, আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র এবং সংস্থার সাহায্য ও স্বীকৃতি লাভ, সর্বোপরি আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামকে বেগবান করতেই মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয়।

অন্য নাম : অস্থায়ী/প্রবাসী সরকার।

গঠন : ১০ এপ্রিল, ১৯৭১

স্থান : ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলা

শাসন পদ্ধতি : রাষ্ট্রপতি শাসিত

সদস্য : ৬ জন

মন্ত্রণালয় : ১২ টি

মন্ত্রী : ৪ জন

শপথ গ্রহণ : ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১

শপথের স্থান : মেহেরপুরে বৈদ্যনাথতলা ইউনিয়নের ভবেরপাড়া গ্রামের আম বাগানে।

সচিবালয় : ৮ নং থিয়েটার রোড, কলকাতা

দপ্তর বন্টন : ১৮ এপ্রিল, ১৯৭১ মুজিবনগর সরকারকে ১৫টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগে ভাগ করা হয়।

প্রবাসী সরকার দেশে আসে– ২২ ডিসেম্বর

মুজিবনগর সরকারের সদস্যগণ

মুজিবনগর সরকারের মোট সদস্য ছিলেন ৬ জন।

১.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	রাষ্ট্রপতি
২.	সৈয়দ নজরুল ইসলাম	উপরাষ্ট্রপতি [রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উপস্থিত না থাকায় রাষ্ট্রপতি ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে দায়িত্বপ্রাপ্ত]
৩.	তাজউদ্দিন আহমেদ	প্রধানমন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষা, তথ্য, সম্প্রচার ও যোগাযোগ, অর্থনৈতিক বিষয়াবলী, পরিকল্পনা বিভাগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার, শ্রম সমাজ কল্যাণ, এবং সংস্থাপন মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য দায়িত্ব
৪.	খন্দকার মোশতাক আহমেদ	মন্ত্রী, পররাষ্ট্র, আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৫.	ক্যাপ্টেন (অব.) মনসুর আলী	মন্ত্রী, অর্থ, শিল্প ও পরিবহন, বাণিজ্য ও জাতীয় রাজস্ব মন্ত্রণালয়
৬.	এ.এইচ.এম কামারুজ্জামান	মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন এবং কৃষি মন্ত্রণালয়

- কর্ণেল (অব) এম.এ.জি ওসমানী– সেনাবাহিনীর প্রধান (মন্ত্রীর পদমর্যাদা)
- কর্ণেল (অব) এম. এ. রব– সেনাবাহিনীর উপপ্রধান

মুজিবনগর সরকারের সচিবালয়: ৮ নং থিয়েটার রোড, কলকাতা।

মুজিবনগর সরকারের সচিবগণ:

১. জনাব তৌফিক ইমাম– কেবিনেট সচিব
২. জনাব মাহবুবুল আলম চাষী– পররাষ্ট্র সচিব
৩. জনাব আব্দুল খালেক– স্বরাষ্ট্র সচিব
৪. জনাব রুহুল কুদ্দুস– মূখ্য সচিব
৫. জনাব নুরুল কাদের খান– সংস্থাপন সচিব
৬. জনাব তৌফিক এলাহী চৌধুরী– উপসচিব
৭. জনাব খন্দকার আসাদুজ্জামান– অর্থসচিব

মন্ত্রণালয়ের বাইরে আরও কয়েকটি সংস্থা :

১. পরিকল্পনা কমিশন
২. শিল্প ও বাণিজ্য বোর্ড
৩. নিয়ন্ত্রণ বোর্ড, যুব ও অভ্যর্থনা শিবির
৪. ত্রাণ ও পুনর্বাসন কমিটি
৫. শরণার্থী কল্যাণ বোর্ড

মন্ত্রণালয়সমূহের বিবরণী

⇒ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

অবস্থান : ৮নং থিয়েটার রোড, কলকাতা

পদের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি
মন্ত্রী	তাজউদ্দিন আহমেদ
সচিব	আব্দুস সামাদ
উপসচিব	আকবর আলী খান
প্রধান সেনাপতি	কর্ণেল (অব) এম.এ.জি ওসমানী
চীফ অফ স্টাফ	কর্ণেল (অব) এম.এ রব
বিমান বাহিনী প্রধান	গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ.কে খন্দকার

কার্যক্রম: মুক্তিযুদ্ধকে সংগঠিত ও বিভিন্ন বাহিনীকে নির্দেশ প্রদান ও পরিচালনা করা।

⇒ পররাষ্ট্র ও আইন মন্ত্রণালয়

অবস্থান : বাংলাদেশ মিশন

পদের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি
মন্ত্রী	খন্দকার মোশতাক আহমেদ

⇒ অর্থ শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রণালয়

অবস্থান : ৮নং থিয়েটার রোড, কলকাতা

পদের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি
মন্ত্রী	এম মনসুর আলী

⇒ স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়

পদের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি
মন্ত্রী	এ.এইচ.এম কামারুজ্জামান

⇒ কৃষি মন্ত্রণালয়

পদের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি
মন্ত্রী	এ.এইচ.এম কামারুজ্জামান

⇒ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

অবস্থান : ৮নং থিয়েটার রোড, কলকাতা

পদের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি
চেয়ারম্যান	ডঃ মুজাফফর আহমদ চৌধুরী
সদস্য	স্বদেশ বসু, ড. মোশারফ হোসেন ড. খান সারওয়ার মোর্শেদ

কার্যক্রম: আওয়ামী লীগের ছয় দফা ও ১৯৭০ সালের নির্বাচনে দলের ইশতেহার এর ভিত্তিতে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদে দেশকে গড়ে তোলার পরিকল্পনা ও পরামর্শ প্রদান।

⇒ শিক্ষা মন্ত্রণালয়

পদের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি
মন্ত্রী	তাজউদ্দিন আহমেদ

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মিশনসমূহ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি

মিশন	পদের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি
কলকাতা	বাংলাদেশ হাইকমিশন	এম হোসেন আলী
নয়াদিল্লী	কাউন্সিলর	হুমায়ূন রশিদ চৌধুরী
নিউইয়র্ক	উপ কন্সাল	এ.এইচ মাহমুদ আলী
ওয়াশিংটন	অর্থনৈতিক কাউন্সিলর	আবুল মাল আব্দুল মুহিত
যুক্তরাজ্য	সচিব	মহিউদ্দিন আহমেদ

মুজিবনগর সরকারের শপথ গ্রহণ

শপথ অনুষ্ঠিত হয়: ১৭ই এপ্রিল, ১৯৭১; সকাল ১১টায়।

শপথের স্থান: কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় ভবেরপাড়া গ্রামের এক আম বাগানে।

অনুষ্ঠান শুরু : কুরআন তেলাওয়াত ও বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে।

- শুরুতেই বাংলাদেশকে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। প্রথমে উপরাষ্ট্রপতি অন্যান্য সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দেন। এরপর 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' পাঠ করা হয় (১০ এপ্রিল প্রথম প্রচার করা হয়) এরপর সেখানে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী দুজনই বক্তব্য পেশ করেন।

সৈয়দ নজরুল, তাজউদ্দিন, খন্দকার মোশতাক, ক্যাপ্টেন মনসুর আহমেদ, কামরুজ্জামান, এম.এ.জি ওসমানী

শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন : আব্দুল মান্নান

শপথ পাঠ করান : অধ্যাপক ইউসুফ আলী (স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী)

জাতীয় সংগীত পাঠ করেন : শাহাবুদ্দিন আহমেদ সেন্টু

১. শপথ শেষে ঝিনাইদহের Sub Division Police Officer মাহবুব উদ্দিনের নেতৃত্বে প্রথম ১২ জন গার্ড অব অনার প্রদান করেন। পরবর্তীতে ৮ নং সেক্টর কমান্ডার আবু ওসমান চৌধুরীর নেতৃত্বে ৩৪ জন আনসার দ্বিতীয় বার গার্ড অব অনার প্রদান করেন।

২. শপথ অনুষ্ঠানে নারীদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করেন আবু ওসমান চৌধুরীর স্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা নাজিয়া ওসমান চৌধুরী। সৈয়দ নজরুল ইসলাম তার বক্তব্যের শেষে বলেন "বিশ্ববাসীর কাছে আমরা আমাদের বক্তব্য পেশ করলাম, বিশ্বের আর কোন জাতি আমাদের চেয়ে স্বীকৃতির দাবিদার হতে পারে না। কেননা আর কোন জাতি আমাদের চাইতে কঠোরতম সংগ্রাম করেনি। অধিকতর ত্যাগ স্বীকার করেনি। জয় বাংলা।" তিনি আরও বলেন, "আমরা আজ না জিতি, কাল জিতব, কাল না জিতি পরশু জিতবই।" তাজউদ্দিন আহমেদ বলেন, "জয় আমাদের কব্জায়।"

মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ

অবস্থান : মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর; যেখানে মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়েছিল।

নির্মাণ : (১৯৮৬-১৯৮৭)– ১৯৮৭ সালে ১৭ই এপ্রিল তৎকালীন রাষ্ট্রপতি এ.এইচ.এম এরশাদ উদ্বোধন করেন।

স্থপতি : তানভির কবির।

আয়তন : ২০.১০ একর জমির উপর স্থাপিত।

এক কথায় উত্তর

১. মুজিবনগর সরকার কত সদস্য বিশিষ্ট ছিলো?
উত্তর: ৬ সদস্য।

২. মুজিবনগর সরকারের সচিবালয় কোথায় অবস্থিত ছিল?
উত্তর: ৮ নং থিয়েটার রোড কলকাতা।

৩. সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি কে ছিলো?
উত্তর: মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী।

৪. সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটির আহ্বায়ক কে ছিলেন?
উত্তর: তাজউদ্দিন আহমেদ।

৫. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র পাকিস্তানি বোমার আঘাতে ধ্বংস হয় কবে?
উত্তর: ৩০ মার্চ, ১৯৭১।

৬. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র পুনরায় কোথায় স্থাপন করে সম্প্রচার শুরু করে?
উত্তর: কলকাতার বালিগঞ্জে ৫৭/৮ নং সার্কুলার রোড।

৭. মুজিবনগর সরকারের সচিব কে ছিলেন?
উত্তর: আব্দুস সামাদ।

৮. মুজিবনগর সরকার কাদের নিয়ে গঠিত হয়েছিলো?
উত্তর: ১৯৭০ সালে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে।

৯. ২৭ মার্চ, ১৯৭১, কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণাটি পুনঃপাঠ করেন কে?
উত্তর: মেজর জিয়াউর রহমান।

১০. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রটি কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর: ২৬ মার্চ, ১৯৭১।

১১. মেজর জিয়াউর রহমানের অনুরোধে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র নাম থেকে বিপ্লবী কথাটি বাদ দেয়া হয় কবে?
উত্তর: ২৮ মার্চ, ১৯৭১।

১২. কলকাতার বালিগঞ্জে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র কবে পুনঃস্থাপন করা হয়?
উত্তর: ২৫ মে, ১৯৭১।

১৩. চরমপত্র পাঠ করতেন কে?
উত্তর: এম. আর. আখতার মুকুল।

১৪. নোঙর তোল তোল গানটির গীতিকার কে?
উত্তর: নঈম গহর।

১৫. বাংলাদেশ বেতার নামকরণ করা হয় কবে?
উত্তর: ৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১।

১৭. ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ পাকিস্তান দিবসের পরিবর্তে 'প্রতিরোধ দিবস' পালন করে কবে?
উত্তর: ২৩ মার্চ।

১৮. "লোকটি এবং তার দল পাকিস্তানের শত্রু, এবার তারা শাস্তি এড়াতে পারবে না" উক্তিটি করেছিল কে?
উত্তর: জেনারেল ইয়াহিয়া খান।

১৯. স্বাধীনতার ঘোষণার মাধ্যমে শেষ হয় কোন আন্দোলন?
উত্তর: অসহযোগ আন্দোলন।

২০. ধানমন্ডির ৩২ নং বাড়িতে বাংলাদেশের পতাকা কবে উত্তোলন করা হয়?
উত্তর: ২৩ মার্চ, ১৯৭১।

২১. ৭ মার্চ ভাষণের ব্যাপ্তি কাল কত মিনিট ছিলো?
উত্তর: ১৯ মিনিট।

২২. কোন অপারেশনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয় ২৬ মার্চ মধ্য রাতে?
উত্তর: অপারেশন বিগ বার্ড।

২৩. বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা কবে গৃহীত হয়?
উত্তর: ১৭ জানুয়ারি, ১৯৭২।

২৪. ১৯৭০ সালে পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে মোট আসন ছিলো কতটি?
উত্তর: ৩১৩টি (৩০০+১৩) ১৩টি সংরক্ষিত।

২৫. প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে (১৯৭০) আওয়ামী লীগ কতটি আসন লাভ করে?
উত্তর: ২৯৮টি (২৮৮ + ১০)।

২৬. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে মোট কতটি রাজনৈতিক দল অংশ গ্রহণ করে?
উত্তর: ২৪টি

২৭. ৭ মার্চ ভাষণ প্রদানকালে কোন আন্দোলন চলছিল?
উত্তর: অসহযোগ আন্দোলন।

২৮. অসহযোগ আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছিল কবে?
উত্তর: ৭মার্চ ভাষণের পর।

২৯. 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' উক্তিটি কোন ভাষণের অংশ?
উত্তর: ৭ মার্চ ভাষণের।

৩০. রেসকোর্স ময়দানে ৭ মার্চের ভাষণ শুরু হয়েছিল কখন?
উত্তর: বিকাল ৩ ঘটিকায়।

৩১. বঙ্গবন্ধু কীসের মাধ্যমে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন?
উত্তর: ওয়্যারলেসের মাধ্যমে।

৩২. বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন কোন ভাষায়?
উত্তর: ইংরেজি ভাষায়।

৩৩. ২৬ শে মার্চকে জাতীয় দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয় কবে?
উত্তর: ১৯৮০ সালে।

৩৪. ৭ মার্চের ভাষণকে UNESCO কবে Memory of the world Heritage ঘোষণা করে?
উত্তর: ৩০ অক্টোবর, ২০১৭।

৩৫. কোন ইতিহাসবিদ ৭ মার্চের ভাষণকে তার বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করেছেন?
উত্তর: জ্যাকব এফ ফিল্ড।

৩৬. ৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু কত দফা দাবি পেশ করেন?
উত্তর: ৪ দফা।

৩৭. রেসকোর্স ময়দানের বর্তমান নাম কী?
উত্তর: সোহরাওয়ার্দী উদ্যান।

Teacher's Work

১. স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রথম গঠন করা হয়–
ক ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ | খ ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ | গ ২৬ মার্চ, ১৯৭১ | ঘ ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১ — **খ**

২. মুজিবনগর সরকারের সর্বদলীয় উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলেন না- *[১০তম বিসিএস]*
ক তাজউদ্দীন আহমেদ | খ সৈয়দ নজরুল ইসলাম | গ কমরেড মনি সিংহ | ঘ মাওলানা ভাসানী — **খ**

৩. মুজিবনগর স্মৃতিসৌধের স্থপতি কে?
ক তানভীর কবির | খ নিতুন কুন্ডু | গ শামীম শিকদার | ঘ শ্যামল রায় — **ক**

Unique Question for Student Practice

১. 'এগার দফা' কখন ঘোষণা হয়?
ক ১৯৬৭ খ ১৯৬৮
গ ১৯৬৯ ঘ ১৯৭০ **গ**

২. এগার দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে কে?
ক মুসলিম লীগ খ সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ
গ আওয়ামী লীগ ঘ কংগ্রেস **খ**

৩. 'শহীদ আসাদ দিবস' পালিত হয় কবে?
ক ১৫ জানুয়ারি খ ২০ জানুয়ারি
গ ২৫ জানুয়ারি ঘ ৩০ জানুয়ারি **খ**

৪. আসাদ শহীদ হন–
ক ৯০ এর গণ আন্দোলন খ ৬২ এর এর শিক্ষা আন্দোলনে
গ ৫২ এর ভাষা আন্দোলনে ঘ ৬৯ এর গণ আন্দোলনে **ঘ**

৫. 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার' আসামীদের মধ্যে প্রথম কাকে গুলি করে মেরে ফেলা হয়?
ক আমজাদ খাঁ খ সার্জেন্ট জহুরুল হক
গ মকবুল ভূঁইয়া ঘ কৃষ্ণ দুগার **খ**

৬. বাংলাদেশের প্রথম শহীদ বুদ্ধিজীবী কে?
ক ড. শামসুজ্জোহা খ জহির রায়হান
গ গোবিন্দচন্দ্র দেব ঘ শহীদুল্লাহ কায়সার **ক**

৭. শহিদ শামসুজ্জোহা ছিলেন একজন–
ক সঙ্গীত শিল্পী খ অভিনেতা গ চিত্রকর ঘ শিক্ষক **ঘ**

৮. উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে প্রথম শহিদ বুদ্ধিজীবী কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক?
ক রাজশাহী খ ঢাকা
গ চট্টগ্রাম ঘ জাহাঙ্গীরনগর **ক**

৯. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. শামসুজ্জোহা শহিদ হন–
ক ১৯ শ মার্চ, ১৯৬৯ খ ১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১
গ ১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ ঘ ১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭০ **গ**

১০. জোহা দিবস কোনটি?
ক ১৪ নভেম্বর খ ১৮ ফেব্রুয়ারি
গ ১৪ ডিসেম্বর ঘ ১৮ মার্চ **খ**

১১. পূর্ব পাকিস্তানে গণঅভ্যুত্থান কত সালে হয়?
ক ১৯৪৮ সালে খ ১৯৫২ সালে
গ ১৯৬৯ সালে ঘ ১৯৭১ সালে **গ**

১২. আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করা হয়–
ক ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ খ ২০ মার্চ, ১৯৬৮
গ ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭০ ঘ ৫ ডিসেম্বর, ১৯৬৮ **ক**

১৩. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা কেন প্রত্যাহার করা হয়েছিল?
ক প্রচণ্ড গণআন্দোলনের জন্য খ অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায়
গ দয়াপরবশ হয়ে ঘ বিচারকের মৃত্যুর ফলে **ক**

১৪. পাকিস্তানের প্রথম জাতীয় পরিষদের নির্বাচন কবে অনুষ্ঠিত হয়?
ক ১৯৫৪ সালে খ ১৯৬২ সালে
গ ১৯৬৬ সালে ঘ ১৯৭০ সালে **ঘ**

১৫. ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে কোন দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে?
ক মুসলিম লীগ খ আওয়ামী লীগ
গ পিপলস পার্টি ঘ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি **খ**

১৬. ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছিলেন–
ক বিচারপতি এম এন হুদা খ বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরী
গ বিচারপতি এ বি সিদ্দীক ঘ বিচারপতি আবদুস সাত্তার **ঘ**

১৭. ১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ লাভ করেছিল?
ক ৩৩০টি আসন খ ১৬৭টি আসন
গ ১৭২টি আসন ঘ ৩০০টি আসন **খ**

১৮. বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা দিবস কবে?
ক ২ মার্চ খ ৩ মার্চ গ ১৬ মার্চ ঘ ২৬ মার্চ **ক**

১৯. কে প্রথম বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন?
ক জনাব শাহজাহান সিরাজ
খ তৎকালীন ছাত্রনেতা ডাকসু ভিপি আ.স. ম আব্দুর রব
গ ছাত্রনেতা নূরে আলম সিদ্দিকী
ঘ তৎকালীন ছাত্রনেতা আবদুল কুদ্দুস মাখন **খ**

২০. বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইশতেহার কবে কোথায় পাঠ করা হয়?
ক ১৭ই এপ্রিল, ১৯৭১ মুজিবনগর
খ ১০ই এপ্রিল, ১৯৭১ কুষ্টিয়া
গ ২ই মার্চ, ১৯৭১ ধানমন্ডি
ঘ ৩ মার্চ, ১৯৭১ পল্টন ময়দান **ঘ**

২১. ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণটি দেন–
ক পল্টন ময়দানে খ মানিক মিয়া এ্যাভিনিউতে
গ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ঘ লালদিঘী ময়দানে **গ**

২২. ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু কোথায় ভাষণ দিয়েছিলেন?
ক ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে খ ঢাকার প্রেসিডেন্ট ভবনে
গ পার্লামেন্ট ভবনে ঘ ঢাকার রমনা পার্কে **ক**

২৩. ৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কয় দফা দাবি পেশ করেন?
ক ৬ দফা খ ৪ দফা গ ১১ দফা ঘ ৭ দফা **খ**

২৪. ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিখ্যাত ভাষণের মূল বক্তব্য কী?
ক সামরিক আইন জারি করা
খ স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা মুক্তি সংগ্রামের ঘোষণা
গ অনশন ধর্মঘট আহবান
ঘ পুনরায় নির্বাচন দাবি **খ**

২৫. 'প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল'–উক্তিটি কার?
ক লিয়াকত আলী খান খ মুহম্মদ আলী জিন্নাহ
গ শেখ মুজিবুর রহমান ঘ জিয়াউর রহমান **গ**

২৬. বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক উক্তির শূন্যস্থানটি পূরণ করুন: 'রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো তবু এ দেশের মানুষকে...'
ক স্বাধীনতা দেব খ মুক্ত করবো
গ মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ ঘ মুক্তির সংগ্রাম শিখাব **গ**

২৭. তাজউদ্দিন আহমেদ কোথায় জন্ম গ্রহণ করেন?
ক কুমিল্লা খ মানিকগঞ্জ গ মুন্সীগঞ্জ ঘ গাজীপুর **ঘ**

২৮. 'পদ্মা মেঘনা যমুনা, তোমার আমার ঠিকানা' কোন সময়ের শ্লোগান?
ক ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সময়ের
খ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময়ের
গ ১৯৬২ সালের ছাত্র আন্দোলনের সময়ের
ঘ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ের **ক**

২৯. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ মার্চের ভাষণে বেসামরিক প্রশাসন চালুর জন্য কতটি বিধি জারি করেন?
ক ১১টি খ ২১টি গ ২৮টি ঘ ৩৫টি **ঘ**

৩০. বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের উপর ভিত্তি করে নির্মিত চলচ্চিত্রের নাম–
ক ভয়েস অব লিবার্টি খ দ্য স্পিচ
গ ওরা ১১ জন ঘ স্টপ জেনোসাইড **গ**